R. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

'ছাউনির ক্ষেত্রে
অপূর্ব অবদান'
স্থায়িত্ব, নির্ভরতা, টেকসই ও মজবুতের জন্য একমাত্র এভারেষ্ট এ্যাসবেসটস শীট ব্যবহার করুন।
মহকুমার একমাত্র ডিলার :—
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ

৬৩শ বর্ষ
৩১শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ১৪ই পৌষ, বুধবার, ১৩৮৩ সাল।
২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৭৬ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৬্, সডাক ৭্

পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনার সঙ্গে সামাজিক দায়িত্ব পালনের নির্দেশ

বিশেষ প্রতিনিধি, লালবাগ, ২৮ ডিসেম্বর—আজ স্থানীয় ছায়াবাণী প্রেক্ষাগৃহে পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনার এক সভায় মিলিত হয়ে রাজ্য স্বাস্থ্য-মন্ত্রী অজিতকুমার পাঁজা বলেন, স্বাস্থ্যকর্মীদের আগামী ৩১ মারচের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রায় পৌছতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে একই সময়ের মধ্যে 'ইচ ওয়ান টিচ ওয়ান' নীতিতে নিরক্ষরতা দূর করতে হবে, প্রত্যেককে একটি করে গাছ পুঁততে হবে এবং ৩১ মারচের মধ্যে প্রতিটি কর্মীকে 'পণ নেব না, পণ দেব না' বলে লিখিতভাবে অঙ্গীকার করতে হবে। তিনি বলেন, কোন জোর নয়— মানুষকে স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে পরিবার পরিকল্পনার আওতায় আনতে হবে। তেমনি শুধু পরিবার পরিকল্পনা করলেই চলবে না, স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে শিশুদের বাঁচার দায়িত্বও নিতে হবে। তবেই এর সার্থকতা নিরূপিত হবে। কৃতী চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের পুরস্কারদানের প্রাক্কালে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান, মুর্শিদাবাদ জেলার ৫.২২ লক্ষ প্রজননক্ষম দম্পতির মধ্যে ১,৭৪,৩৪৮ জনকে পরিবার পরিকল্পনার আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। গত ছ'মাসে বহুমুখী কর্মপ্রকল্পে এই জেলায় খুব ভালো কাজ হয়েছে। ওই সময়ের মধ্যে এই জেলা নিরোধ বিলিতে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম (৭৭,৪৪০), টিউবেকটমি অপারেশনে দ্বিতীয় (১০৮%), আই ইউ ডি ব্যবহারে দ্বিতীয় (১১৮.২%) এবং ভ্যাসাকটমি অপারেশনে ষোড়শ (১১৬.৬%) স্থানাধিকারী হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ভ্যাসাকটমি অপারেশনের জন্য বহরমপুর পুলিশ হাসপাতালের ডাঃ রামমোহন মণ্ডল এবং সবচেয়ে বেশী টিউবেকটমি অপারেশনের জন্য কান্দীর মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ বি সি দাঁ পুরস্কার লাভ করেন। আর যাঁরা পুরস্কার লাভ করেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের জন্য জঙ্গিপুর মহকুমার কানুপুর অঞ্চল প্রধান রাধাগোবিন্দ মণ্ডল এবং সর্বাধিক প্রচারের জন্য খাগড়ার 'জনমত' পত্রিকা। সভাশেষে স্বাস্থ্যমন্ত্রী লালবাগ বি এস এফ ক্যাম্পে নিমন্ত্রিত অতিথি এবং সাংবাদিকদের সঙ্গে এক ভোজসভায় মিলিত হন। বি এস এফ বাহিনী তাঁকে অভিবাদন জানায়। এখানে সাংবাদিক-দের প্রশ্নের উত্তরে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, সংবাদপত্রে পরিবার পরিকল্পনার প্রচারে গুণগত মানের বিচারে ভবিষ্যতে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের পুরস্কৃত করা হবে।

বড়দিন উপলক্ষে বিশেষ ক্রোড়পত্র ভিতরে

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে ছাত্রপরিষদের বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, রঘুনাথগঞ্জ, ২৪ ডিসেম্বর— সরষের তেল ও বনস্পতি জাতীয় দ্রব্যের ক্রমাগত মূল্য বৃদ্ধিতে জেলার প্রতিটি মহকুমা শহরের মত এখানেও জঙ্গিপুর ছাত্রপরিষদ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। মহকুমার কোনো কোনো কংগ্রেস নেতা ও জোতদার-পুলিশ আঁতাত, ভাগচাষী-বর্গাদার উচ্ছেদে মদত জোগাচ্ছেন বলে জেলা ছাত্রপরিষদ সভাপতি চিত্ত মুখার্জী অভিযোগ করেন। মিছিল শহরের বড় বড় দোকানগুলোর সামনে বিক্ষোভ দেখায় এবং শেষে মহকুমা শাসকের কাছে এক স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

মনিগ্রাম থেকে বালুরঘাট— জাল ইন্টারভিউ-এর জাল বিস্তৃত

সাগরদীঘি, ২৮ ডিসেম্বর—পশ্চিমদিনাজপুর জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য অধিকর্তার অধীনে কুক-এর পদে ৪র্থ শ্রেণীর কর্মী নিয়োগের জন্য সাগরদীঘি ব্লকের মনিগ্রামের আনন্দদুলাল দাস ডাকে একটি ইনটারভিউ লেটার পান গত মঙ্গলবার। বালুরঘাটে গিয়ে ইনটারভিউ দেওয়ার তারিখ নির্ধারিত ছিল ওই চিঠিতে ২০ ডিসেম্বর। কিন্তু, আনন্দদুলালের ভাষায় : 'কিন্তু মনিগ্রাম পোষ্ট অফিস থেকে চিঠিটি ২১ ডিসেম্বর বিলি হওয়ায় সাগরদীঘির এম এল এর নিকট হতে আমার ক্যারেকটার সারটিফিকেট এবং দেরীতে চিঠি পাওয়ার দরুণ আমার অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে কনসিডার-এর জন্য একটি সারটিফিকেট নিয়ে কোন রকমে যাওয়া আসার খরচ জোগাড় করে ওই দিনই ভোর চারটের ট্রেনে পশ্চিমদিনাজপুরের বালুরঘাট অভিমুখে রওনা হই। সেখানে পৌছে বেলা একটা নাগাদ মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের অফিসে উপস্থিত হই এবং আমার ইনটারভিউ লেটারটি মুখ্য স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাঃ ডি পি ভার-এর নিকট পেশ করি। সেটি দেখে ডাঃ ভার জানান যে, ইনটারভিউ লেটারটি এখানকার নয় এবং সেটি আসল নয়—জাল। এরপর ডাঃ ভার বালুরঘাট থানায় ফোন করেন। মিনিট পনেরর মধ্যে থানা থেকে ও সি এলেন দু'জন হোমগারডকে সঙ্গে নিয়ে। ডাঃ ভার ইনটারভিউ লেটার সমেত আমাকে সমর্পণ করেন তাঁদের হাতে। ও সি আমাকে বালুরঘাট থানায় নিয়ে গিয়ে আমার কাছ থেকে একটি এজাহার লিখিয়ে নেন এবং 'জাল' ইনটারভিউ লেটারটি সীজ করে নেন। পরে পশ্চিমদিনাজপুর পুলিশ সুপারের নির্দেশে আমাকে ছেড়ে দেওয়া হয়।' জাল ইনটারভিউ লেটারের খপ্পরে পড়ে মনিগ্রামের আনন্দ-দুলাল দাস বালুরঘাট থেকে ফিরে এসে গত বৃহস্পতিবার এ খবর জানান।

কংগ্রেস সেবাদলের প্রতিষ্ঠা দিবসে রক্তদান

বহরমপুর, ২৮ ডিসেম্বর—কংগ্রেস সেবাদলের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে গত ২৬ ডিসেম্বর এখানে মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ে একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়। পতাকা উত্তোলন করেন রাজ্য কৃষি ও আইনমন্ত্রী আবদুস সাত্তার। জেলা কংগ্রেস সভাপতি ডাঃ আজিজুর রহমান, কোষাধ্যক্ষ কালীপদ চৌধুরী, এম এল এ আবদুল বারী বিশ্বাস প্রমুখ নেতৃবৃন্দ সেবাদলের কার্যসূচী বিশ্লেষণ করেন। সেবাদলের মুখ্য আধিকারিক অতীন গুপ্তের নেতৃত্বে একুশ জন ভাইবোন রক্তদান করেন। ফলে জেলা সেবাদলের রক্তদাতার সংখ্যা মোট দাঁড়ায় ১০৩ জন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৪ই পৌষ বুধবার, সন ১৩৮৩ সাল।

উদ্‌যাপিত বড়দিন

গত ২৫শে ডিসেম্বর পৃথিবীর সর্বত্র নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া 'বড়দিন' উৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। ইহা খ্রীষ্ট-ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় উৎসব হইলেও এই দেশে বর্তমানে ইহা ক্রমশঃ সর্বজনীন রূপ পরিগ্রহ করিতেছে। অখ্রীষ্টানেরাও এই উৎসবে অংশ গ্রহণ করিতেছেন। খ্রীষ্টীয় প্রথায় এই উৎসবের নানা আঙ্গিক রহিয়াছে, শুধু একটি দিনের উদ্‌যাপনে ইহা সীমিত নয়। তবু সাধারণের কাছে আপাতদৃষ্টিতে 'বড়দিন' শুভেচ্ছাপত্র ফুল-ফানুস-মোমবাতি-কেক-ঘণ্টাধ্বনি-প্রার্থনা-ক্রিসমাস ক্যারলকেন্দ্রিক।

ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষ যীশু মানবপুত্র। বড়দিন তাঁহারই জন্মোৎসব, খ্রীষ্টানদের শ্রেষ্ঠ উৎসব সুদূর অতীতে বেথলেহেমের আস্তাবলে মাতা মেরীর অঙ্কে এই মহামানবের শুভাবির্ভাব ঘটে। 'যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত/অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্‌।' ধর্মের গ্লানি দেখা দিলেই সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতকারীর বিনাশ এবং ধর্মের সংস্থাপনের জন্য ঈশ্বর অবতীর্ণ হন। সে যুগেও নানা অনাচারে মানুষ বিস্মৃত হইয়াছিল প্রকৃত ধর্ম। যীশু ধর্মের পথ দেখাইলেন, আলোকের পথ দেখাইলেন; সে পথে আছে মানবপ্রেম। তিনি প্রেমদান করিলেন পাপী-তাপী সর্বশ্রেণীর মানুষকে। জগতের পাপ আপনি বহন করিলেন। নিজে রহিলেন ঐহিক ভোগৈশ্বর্যসুখে চূড়ান্ত নিরাসক্ত। শ্রীচৈতন্যদেবও আপনার ভোগসুখ পরিত্যাগ করিয়া জাতিধর্মনির্বিশেষে প্রেমধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। ইহারা মানবপ্রেমী। যাহাদিগকে যীশু প্রেম দান করিলেন, তাহারাই তাঁহার জীবনান্ত ঘটাইল, অথচ আশ্চর্যের বিষয়, ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় মৃত্যুযন্ত্রণাকাতর অভিব্যক্তির পরিবর্তে তাঁহার ক্ষমাসুন্দর মুখে তাহাদেরই জন্য ক্ষমা প্রার্থনা!

মানুষ সে আদর্শভ্রষ্ট; সে মমত্ববোধ ভুলিয়াছে। অন্তরকে হীন স্বার্থ ও সংকীর্ণতামুক্ত করিতে পারে নাই। বিভিন্ন পূজা-উৎসবের তাৎপর্য আজ হৃদয়ঙ্গম করিবার প্রয়াস নাই। আছে বাহিক অনুষ্ঠান-আড়ম্বরসর্বস্বতা। 'বড়দিন' ক্ষেত্রবিশেষে ইহার ব্যতিক্রম নহে। তাই জগতের শান্তি বিঘ্নিত। অন্তরের বিদ্বেষবিষ নাশ করিয়া, এই অশুভের অবসান ঘটাইয়া একে অন্যকে হার্দিক প্রেমপ্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করুক—ঈশ্বরপুত্র যীশুর শুভ আবির্ভাবতিথি 'বড়দিন' এই ইঙ্গিত দিতেছে।

অফিসে ক্লারক্ নাই

রঘুনাথগঞ্জ, ২২ ডিসেম্বর—স্কুল অফিসের জঙ্গিপুর ডেপুটি সারকেলে ১৫ মাস থেকে কোন ক্লারক্ নাই। আগের ক্লারক্ ১৯৭৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অবসর গ্রহণ করার পর এই অফিসে কোন ক্লারক্ যোগদান করেননি। ফলে অফিসের কাজ সুষ্ঠুভাবে হচ্ছে না এবং অফিসের কাজে এসে শিক্ষকরা অসুবিধায় পড়ছেন। তাঁরা বালিঘাটায় অবস্থিত এই অফিসে অবিলম্বে ক্লারক্ নিয়োগের জন্য বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন।

জঙ্গিপুরে বন্দেমাতরম্ শতবার্ষিকী

নিজস্ব সংবাদদাতা: গত ২৬ ডিসেম্বর জঙ্গিপুর পুরভবনে জঙ্গিপুর ছাত্রপরিষদ অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বন্দেমাতরম্ শতবার্ষিকী উৎসব পালন করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রবীণা স্বাধীনতা সংগ্রামী মৃণাল দেবী। প্রধান অতিথি ছিলেন প্রবীণ শিক্ষক অবনী রায়। মৃণাল দেবী তাঁর ভাষণে 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রকে দেশের সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেবার আহ্বান জানান। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন—অজিত মুখার্জী, বিশ্বপতি চ্যাটার্জী, চিত্ত মুখার্জী প্রমুখ। মহকুমায় এই প্রথম বন্দেমাতরম্ শতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হোল। দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানটি শেষ হয়।

শ্যামাদাসীর রাজ্য রেকর্ড

মিরজাপুর, ২৮ ডিসেম্বর—গত ২৩ ডিসেম্বর কলকাতা রবীন্দ্র সরোবর ষ্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত রাজ্য এ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতায় ১৬ বছর পর্যন্ত বয়সের মেয়েদের সটপাটে মিরজাপুর শিবরাম স্মৃত পাঠাগার ও ক্লাবের শ্যামাদাসী ঘোষ ৯·৭৯ মিটার সটপাট ছুঁড়ে রাজ্য রেকর্ড করেছে। ইতিপূর্বে তার রেকর্ড ছিল ৮·৯৮ মিটার।

বড়দিন : ভন বসকোয় লণ্ডন মিশনে

(৭ম পৃষ্ঠার পর)

উঠছিল একটি ছবি—যে ছবি মায়ের কোলে শিশুর অথবা মেরীর কোলে শিশু যীশু। আগে বড়দিন উপলক্ষে এখানে সাজ সাজ রব পড়ে যেত। তখন দু'জন মহিলা চিকিৎসক ছিলেন ডাঃ নিউয়েল এবং ডাঃ মণ্ডল। মহিলা এবং শিশু রোগীদের আনন্দ দেওয়ার জন্য বড়দিনে রঙিন কাগজ, বেলুন আর আলো দিয়ে সাজানো হত এই হাসপাতাল। পাশের চারচে 'খ্রীষ্টমাস ট্রি'র আয়োজন করা হত। খ্রীষ্টমাস ট্রি মানে চারচের প্রাঙ্গণে একটা গাছের ডাল পোঁতা হত। সেই ডাল পুঁতে আলো, বেলুন এবং রঙিন কাগজ দিয়ে সাজানো হত এবং বাচ্চাদের জন্য উপহার সামগ্রী সেই ডালে ঝুলিয়ে দেওয়া হত। বাচ্চারা এতে খুব আনন্দ পেত। হাসপাতালের রোগী শিশুদের আনন্দদানের জন্য হাসপাতাল প্রাঙ্গণে যীশুখ্রীষ্টের জন্ম সংক্রান্ত নাটক মঞ্চস্থ হত। সেই নাটকের মধ্যে 'শান্তিরাজ,' 'বৈৎলেহেমের পথে' এখনও স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। উৎসবের দিন বাচ্চাদের গরম জামাকাপড়, লজেন্স, লেবু এবং মায়েদের চিরুনি, রুমাল, সাবান প্রভৃতি উপহার দেওয়া হয়। ভোরে প্রার্থনা হয়। আগে বড়দিন উৎসব পালনের জন্য বিশেষ একটি তহবিল ছিল। কিন্তু বছর দুয়েক থেকে মিশনারীরা অধিকাংশ চলে যাওয়ায় এবং সরকারী আর্থিক সাহায্যে এই হাসপাতাল চলতে থাকায় বড়দিনের জৌলুস আগের মত আর নাই। এখন বড়দিন এখানে পালিত হয় অনাড়ম্বরভাবে। তবে বড়দিনের প্রধান অঙ্গ গান এবং সংকীর্তন আগের মত এখনও হয়। সেরকম কয়েকটি গানের নমুনা এখানে তুলে দিয়ে নিবন্ধের ছেদ টানছি।

(ক) বড়দিনের গান :—

১) আমরা প্রাচ্যের পণ্ডিত তিনজন
সুদূর পথে করি গমন
উপহার হাতে তারই সাথে
লঙ্ঘি মাঠ পর্বত বন।

ধুয়া—হে সুন্দর তারা আলো দাও
উজ্জ্বল তারা পথ দেখাও
ছেড়োনা আর ক্রমে তোমার
পুণ্য আলোয় লইয়া যাও।

২) বৈৎলেহেমে জন্ম রাজার
দিব তারে স্বর্ণ আমার—
চিরতরে করব তারে
রাজা মোদের সবার।

৩) আমি দিব কুন্দুরু তায়
ঈশ্বরকে যে ভক্তি জানায়
ধূপ সে জ্বালায় আরাধনার
প্রার্থনা প্রশংসায়।

৪) গন্ধরসে মোর উপহার
তীব্র অতি গন্ধ যে তার
রক্ত-ক্ষরণ দুঃখ মরণ
আছে সম্মুখে তার।

(উদ্ধৃতি—ধর্মসঙ্গীত)

(খ) প্রভু যীশুর জন্মোৎসব উপলক্ষে গান :—

আয় ছুটে ভাই গাইতে প্রভুর
আগমনী গান
প্রভু এলেন নরদেহে করতে পরিত্রাণ।
বেথেল গোশালার পরে
স্বর্গ হতে সুধা ঝরে
শিশু যীশু যাবপাত্রে
রয়েছেন শয়ান॥
চলরে সবাই তাঁরি কাছে
উজার করে দেব মোদের
যার যা আছে।
তাঁরি নামে জয়ধ্বনি
ভুবন ভরে উঠল রণি
সবাই তাঁরই পরশ পেল
তিনিই সুমহান॥

[লণ্ডন মিশন (জিয়াগঞ্জ) থেকে সংগৃহীত]

বিড়ি শ্রমিক ও কর্মচারী থানা সম্মেলন

রঘুনাথগঞ্জ, ২৫ ডিসেম্বর—অল বেঙ্গল বিড়ি ওয়ারকারস্ এ্যাণ্ড এমপ্লয়ীজ ফেডারেশনের ঘোষিত কর্মসূচী অনুযায়ী মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন থানার মত আজ এখানে জঙ্গিপুর মহকুমা বিড়ি কর্মচারী সমিতির উদ্যোগে জঙ্গিপুর পুরভবনে এক্তার সেখের সভাপতিত্বে রঘুনাথগঞ্জ থানা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে উত্থাপিত মূল প্রস্তাবে এই মহকুমার বিড়িশিল্প ও শিল্পে নিযুক্ত হাজার হাজার শ্রমিক কর্মচারীদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলা হয় যে, জরুরী অবস্থা জারি থাকা সত্ত্বেও বিড়িশিল্পে উৎপাদন কমেছে এবং আইন লঙ্ঘনের ঘটনা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

"ঐ শোনো, ঘণ্টা বাজে গির্জেতে ;
এদের উৎসবের ক্ষণ আসন্ন,
ঈশ্বরের একজাত, একমাত্র পুত্রের জন্মের স্মরণে।"

—বুদ্ধদেব বসু

বিশেষ ক্রোড়পত্র

বিশেষ সম্পাদকীয় ঃ

উৎসব গোষ্ঠীর হতে পারে কিন্তু তা মানুষের। আর উৎসবের দিনে সকল মানুষই এক। উৎসবের আনন্দ তাই মানুষের মগ্ন চৈতন্যে দেয় নাড়া। সাথে সাথে মানুষ মেতে উঠে প্রাণের মহোৎসবে।

অন্যান্য উৎসবের মত বড়দিনও এক পবিত্র বর্ণাঢ্য উৎসব। পবিত্র পুরুষের আবির্ভাবের আনন্দ উৎসব।

মুর্শিদাবাদের গাঙ্গেয় পশ্চিমাঞ্চলের বিরাট অংশ জুড়ে সুপ্রাচীনকাল হতে ঘটেছে বিভিন্ন ধর্ম্ম সংস্কৃতির মিশ্রণ। ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির ধারক বাহকদের সংখ্যাও অন্যূন নয়। পত্রিকা পরিচালনার ক্ষেত্রে সে সমস্ত সংস্কৃতির পরিচিতি সাধারণ্যে ছড়িয়ে দেবার ন্যূনতম দায়িত্বকেও অস্বীকার করা যায় না। তবে এ কাজের জন্য প্রয়োজন বুদ্ধিজীবী মানুষের, সংস্কৃতি-প্রেমীদের সান্তর সহযোগিতা এবং সমর্থন। উৎসব যেমন কারও একার নয়, বহুর সম্মিলনই উৎসব, সবাই তার অংশভাগী—তেমনি সাংস্কৃতিক আলোচনায় শুধু পরিচালক গোষ্ঠী নয়—সকল শ্রেণীর উৎসাহী মানুষের সহযোগও অনস্বীকার্য।

বিরাট শিশুর আবির্ভাবের শুভক্ষণকে স্মরণ করে বড়দিনের নৈবেদ্য নিবেদন আমাদের সেই চিন্তার ফলশ্রুতি। আমাদের এই নৈবেদ্যের থালায় যাঁরা তাঁদের রচনা-অর্ঘ্য পাঠিয়ে নিবেদনের সুযোগ করে দিয়েছেন তাঁদেরকে আমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ, অনুরাগীদেরকে আমাদের বড়দিনের প্রীতি-শুভেচ্ছা।

শুভেচ্ছা ঃ

'Don Bosco Mission (Catholic Church) wish you all a very happy christmas and a prosperous new year."

Fr. Scaria, S. D. B.
Don Bosco Welfare Centre, Azimganj.

প্রথম বড়দিন

প্রায় দু'হাজার বৎসর আগের কথা। সেই সময় রোমের সম্রাট, তার রাজ্যের লোকসংখ্যা জানার জন্য, লোক-গণনার আদেশ দেন। তিনি নিয়ম করলেন, প্রত্যেককে তার পিতৃপুরুষের দেশে গিয়ে নাম লেখাতে হবে। যোসেফ ও মারীয়া উভয়েই দায়ুদের বংশের লোক। দায়ুদের জন্মভূমি বেথলেহেম্। তাই মারীয়া ও যোসেফকে বেথলেহেমে যেতে হল।

ডিসেম্বর মাসে খুব শীতের সময় মারীয়া ও যোসেফ একদিন বেথলেহেম নগরে এসে পোঁছলেন। নাম লেখানোর জন্য অনেক লোকই ঐ শহরে এসেছিলেন। তাই মারীয়া ও যোসেফ থাকবার জন্য কোথাও স্থান পাননি।

জায়গা না পেয়ে, বাইরে মাঠে পাহাড়ের একটি গুহায় রাতের জন্যে তারা আশ্রয় নিলেন। ঝড় বৃষ্টির সময় পশু-পালকেরা ঐ গুহায় তাদের ভেড়া ও গরু রাখত। সেই রাতেই ঐ গুহার মধ্যেই শ্রীযীশুর জন্ম হয়। এইটি হল-প্রথম বড়দিন। শিশুকে শোয়ানোর স্থান না পেয়ে মা-মারীয়া তাকে কাপড়ে জড়িয়ে বিচালির উপর শুইয়ে রাখলেন। তারপর, তিনি ও যোসেফ দিব্য-শিশুটির আরাধনা করতে লাগলেন। মা-মারীয়া সেদিন কি সুখী।

কাছেই এক পাহাড়ে মেষ পালকেরা তাদের ভেড়ার পালকে পাহারা দিচ্ছিল। একটি দেবদূত তাদের কাছে এসে বললেন—"আমি তোমাদের কাছে একটি বড়ই আনন্দের সংবাদ এনেছি। আজ তোমাদের মুক্তিদাতা জন্মেছেন। তিনিই প্রভু খ্রীষ্ট।"

তখনই সেখানে অনেক দেবদূত গাইতে লাগলেন—"স্বর্গে ঈশ্বরের মহিমা এবং পৃথিবীতে সৎ-লোকদের শান্তি হোক।"

তখন মেষ-পালকেরা নিজের মধ্যে স্থির করে বলল "চল, আমরা ঐ গুহায় যাই।" সদ্যোজাত মুক্তিদাতাকে দেখবার জন্য তারা ছুটে চলল। গুহায় এসে তারা দিব্য শিশুকে প্রণাম ক'রে তাঁকে পূজা করল এবং উপহারও দিল।

আমাদের পাপ থেকে মুক্ত করতে ঈশ্বর যাঁকে পাঠালেন, তিনি তাঁরই পুত্র; তিনিই আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট।

ফাদার, ক্যাথলিক চার্চ, পলষণ্ডা

ইতিহাসের বড়দিন

—সৌরীন দাস

বড়দিন কবে কেউ জানে না। শীতকালে রাখালরা রাতের আগুনের কাছে বসে খবর পেয়েছিলো, তাই শীতকাল। আলেকজান্দ্রিয়া, কায়রোর প্রাচীন পুঁথিপত্র দেখায় যে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতক পর্য্যন্ত বড়দিনের নিশানা ছিলো ২০ মে, পরবর্তীকালে তা এপ্রিল এবং জানুয়ারীতেও সরে এসেছিলো। আজকের তারিখ চতুর্থ শতকের কোন এক সময়ে গৃহীত হয়েছিলো।

সেই প্রাচীন পৃথিবীতে মানুষেরা শীতকালে সূর্য মরে যাবার সময়ে, অর্থাৎ, বছর শেষ হয়ে আসার সময়ে, সূর্যের পূজা করতো। প্রকৃতি পূজকদের এই ছিলো নানান উৎসবের কাল। খ্রীষ্টীয় চার্চ খুব সুবিধাজনকভাবেই এই পূজা উৎসবের সময়েই, সূর্য দক্ষিণায়ন প্রান্তসীমা স্পর্শ করার সময়েই, বড়দিনকেও জুড়ে দিলো এর সাথে। এই ক্রান্তিকাল ছিলো আনন্দ এবং উপভোগের আর পারিবারিক মিলনের সময়। উত্তর দেশের লোকেরা ইউল (yule) কাঠ কেটে আনতো আগুনের জন্য, উজ্জ্বল লাল এবং সবুজ চিরহরিৎ গুল্মে সাজাতো দরজা, জানালা; ওক গাছ থেকে ভেঙে আনতো পবিত্র চিরসবুজ পরগাছা, টাঙিয়ে রাখতো দরজার মাথায় সমস্ত মন্দ আত্মার বিরুদ্ধে। সুখাদ্য এবং সুপানীয়ে নিজেদের তৃপ্ত করতো তারা। আজকের বড়দিন উদ্‌যাপনের এক একটি বিশেষ অঙ্গ এই সব প্রকৃতি পূজকদের আচার, পদ্ধতি।

মধ্যযুগে এসেই বড়দিন হয়ে উঠলো ছুটির দিন। ধর্মীয় উৎসবের দিন। চতুর্দশ শতকে এই বড়দিনের আনন্দ দীর্ঘায়িত হলো বারো দিন ব্যাপী সময়ে। সম্ভ্রান্তদের গৃহে সমস্ত আনন্দ-মেলায় পৌরোহিত্য করতেন একজন মজার মানুষ, যাকে বলা হতো Lord of Misrule বা Abott of Unreason. সমস্ত কিছুই ওলোট-পালট হয়ে যেতো এই ওলোট-পালটের সম্রাটের রাজত্বে, প্রভুরা ভৃত্যদের খাবার টেবিলে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতেন সেবা করার। বৃটিশ নেভীর আজকের বড়দিনের official dinner এও এই ছদ্ম ব্যবস্থার পুনরাবৃত্তি হয়। এই আনন্দ হুল্লোর ষোল বছরের জন্য স্তব্ধ করে দিয়েছিলো Puritan Parliament—১৬৪৪ থেকে ১৬৬০ খৃষ্টাব্দ আতিশয্যের দায়ে অভিযুক্ত হয়েছিলো বড়দিনের খুশির মেজাজ। সে আনন্দ পূর্বরূপ নিয়ে ফিরে আসেনি। অষ্টাদশ শতকে বড়দিন হয়ে উঠলো আতিথেয়তা আর দরিদ্র-সেবার উৎসব। উনবিংশ শতকে যৌথ পরিবার ভেঙে টুকরো টুকরো হবার সময় প্রচণ্ড বাধা পেলো যৌথ মিলনের প্রচেষ্টা, বড়দিন হয়ে উঠলো ছোটদের তাৎপর্যপূর্ণ উৎসব। স্মরণাতীতকালের ঐতিহ্যে গন্ধবহ বড়দিনের কেক কয়েকদিন বাড়ীতে শুধু ভরিয়ে রাখে মধু, ফল, সুগন্ধী মশলার গন্ধ।

(৮ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

উত্তরণ

—শ্রীমৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী

এক উজ্জ্বল তারকা
পথ দেখিয়ে এনেছিল তাঁদের।
পূর্বদেশীয় জ্ঞানীরা বেথলেহেমের
আস্তাবলে বরণ করলেন
নিদ্রিত সে মহাশিশুকে—
যাঁর আঁখিতে প্রত্যক্ষ করলেন
জগতের পাপী-উদ্ধারণ প্রতিশ্রুতি;
নিদ্রাশিথিল মুষ্টিতে ছিল
আশীর্বাদের দ্যোতনা।

'শেষ নৈশভোজ' অন্তে
জুডা-সমর্পিত
ঈশ্বরপুত্র ক্রুশবিদ্ধ।
সেদিনেরও বদ্ধ আঁখি হতে ঝরেছিল
ক্ষমা, প্রসারিত রক্তাক্ত হাত হতে
অকৃপণ বর। নুয়ে পড়া মুখের
বিষণ্ণ হাসিতে
নির্বাক আকূতি—'পিতঃ,
ক্ষমা ক'রো'।
'আমেন'!

গীর্জায় গীর্জায় মহা-আবির্ভাব ক্ষণ
ধ্বনিত ঘণ্টায় নিয়মমাফিক;
আলোকিত 'বেদী' আর
'পবিত্র আধার'।
অন্তরে তমিস্রা—অসার খোলস
লয়ে মাতামাতি
অনুষ্ঠান-আড়ম্বরে; হৃদয়ের
উপলব্ধি
অপস্রিয়মান; অনাস্বাদিত
'বড়দিন' তাৎপর্য-মহিমা।
প্রার্থনার উচ্চারণ—
'পিতঃ দাও প্রেম, দাও ক্ষমা';
আর মানবাত্মার অবমানে
দূর্ অস্ত্, আত্মিক 'রেজারেকশন'।

ক্রুশকাষ্ঠ

—সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

খ্রীষ্টমাসের রাতে কি সেই নক্ষত্রটি
আবার আকাশে উঠেছে ?
তার উজ্জ্বল আলোকরশ্মি পড়েছে কি
নাজারাথের সেই অন্ধকার
অশ্বশালে ?
যেখানে সেই মহামানব শিশুর
ক্রন্দন শোনা গিয়েছিল ১৭৭৬
বছর আগে ॥
ছোট্ট সেই অসহায় শিশু
যুবক হ'য়ে শুনিয়েছিল ধরিত্রীকে
মৈত্রী করুণা শান্তি আর
অহিংসার বাণী।
বিনিময়ে উপহার শলাকা-লাঞ্ছিত
রক্তাক্ত সেই ক্রুশকাষ্ঠখানি।
তবু মুখে হাসি চোখে করুণার
বারিধারা
কণ্ঠে ঝরে ক্ষমাসুন্দর অপূর্ব সে বাণী।
"হে পিতা ক্ষমা কর অবোধ এদেরে
ইহারা জানে না কিছু বোঝে না কিছু
বিষকুণ্ডে জ্বলেপুড়ে মরে ॥"
সেই দিনের নিষ্ঠুর সে ক্রুশকাষ্ঠ—
তোমার রক্তাক্ত দেহের পরশ পেয়ে
নবরূপে দেখা দিল নূতন প্রভাতে।
অপবিত্র নিষ্ঠুর ক্রুশ পবিত্র হ'লো
তোমার পরশে
প্রতিষ্ঠিত নবরূপে ঘরে ঘরে
দেবতার আসনে আসনে ॥

আলোকিত উপহার

— ধূর্জটি বন্দ্যোপাধ্যায়

মোমবাতির নরম আলোর পাশে
নতজানু হয়ে, করজোড়ে, ছিল
রাত্রির কাছে প্রার্থনা—
আমার, তোমার, সকল মানুষের :

একটি আলোকময় সত্তার।

ব্যর্থ হয়নি সে প্রার্থনা।

গলে গলে পুড়ে গেছে মোম,
যন্ত্রণার প্রহর গুণেছে রাত্রি
তিল তিল করে।
প্রসূতা-রজনী
তোমার আমার মতো ধরিত্রীর
অগণন মানুষকে দিয়ে গেছে
আলোকিত উপহার।

দিয়ে গেছে জ্যোতির্ম্ময় যীশুকে।

বড়দিন ঃ ডন বসকোয় লণ্ডন মিশনে

—সত্যনারায়ণ ভকত

চট্ উত্তেরে ঈশ্বরে মহিমা মা
আর অতরে ভাগে মনেয়ঁান হড় করে
স্থলুপ নীরেই হয়ুক মা……

অর্থাৎ 'জয় উর্ধ্বলোকে পরমেশ্বরের জয়/ইহলোকে নামুক শান্তি/তার অনুগৃহীত মানবের অন্তরে'। বড়দিনের এই মূল ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রায় তিন হাজার উপাসক সমবেত হয়েছিলেন আঙ্গিমগঞ্জ ডন বসকো (Don Bosco) ক্যাথলিক চারচে। ডন বসকো ওয়েলফেয়ার সেণ্টারের ফাদার এন টি স্কারিয়ার মতে এই তিন হাজার উপাসকের মধ্যে সিংহভাগই আদিবাসী, বাঙালী ভগ্নাংশ মাত্র। সকলেই অবশ্য ধর্মান্তরিত। ২৪ ডিসেম্বর ছিল খ্রীষ্টমাস ঈভ। বড়দিনের প্রাক্কালে উৎসবের প্রস্তুতি সেই দিন থেকেই।

ডন বসকো ওয়েলফেয়ার সেণ্টারে ঢুকতেই চোখে পড়ে 'হেজ' জাতীয় গাছের সারিবদ্ধ মিছিল। সুন্দর পরিপাটি করে সাজানো বাগান। তার মধ্যে সবুজ ঘাসের কার্পেট বিছানো কয়েক ফালি ফাঁকা জায়গায় নানা রঙ-এর নতুন পোশাকে সমবেত আদিবাসী খ্রীষ্টান। রঙিন কাগজে তৈরী নিশানের বর্ণাঢ্য মিছিল। ফাদার এবং ব্রাদারের পরনে সাদা গাউন, অন্যান্যদের কোট-প্যাণ্ট, ধুতি-শাড়ী ইত্যাদি। ২৪ ডিসেম্বর রাত্রে মূল অনুষ্ঠানের শুরু রাত্রি আটটায়। তার আগে এনটারটেনমেনট। শান্তি নিলয় বালিকা বিদ্যালয়ের আদিবাসী ছাত্রীরা এবং ডন বসকো ছাত্রাবাসের আদিবাসী ছাত্ররা সম্মিলিতভাবে ডন বসকো বিদ্যালয় মঞ্চে মঞ্চস্থ করলো সাঁওতালী ভাষায় রচিত নাটক 'যীশু খ্রীষ্টের চরিত্র'। রাত আটটায় 'মীসা উৎসর্গ' করা হল অর্থাৎ উপাসনা শুরু হল। ব্রাদার লুইস বিশ্বাস জানালেন, সাঁওতালী এবং বাঙলা ভাষায় প্রার্থনা বা উপাসনাকে বলা হয় 'মীসা উৎসর্গ'। এই নিবন্ধের শুরুতে সাঁওতালী ভাষায় যে মহিমা স্তোত্রটি লিখেছি সেটি ২৪ ডিসেম্বরের 'মীসা'।

২৫ ডিসেম্বরের সকাল। বড়দিন বা যীশু খ্রীষ্টের জন্মদিন পালনের অমোঘ মন্ত্র উচ্চারিত হল গীরজায়। খ্রীষ্ট বাণী

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

Govt. of West Bengal.
Office of the District Magistrate, Murshidabad.
M. V. Department.

NOTICE.

As required u/s 57 of the Motor Vehicles Act 1939, it is notified for the information of all concerned that valid applications from the owners of the vehicles noted below have been received for the grant of permanent route permit in respect of the route noted against each.

S L.	Name & address of the application owner.	No. of Vehicles owned by the applicant.	Name of the route in respect of which permanent permit has been applied for.
1.	Shri Amal Kumar Sinha, S/o, Shri Jatindra Nath Sinha 151, Abu Samad Rd. P. O. Berhampore, Murshidabad.	WGQ-1026	Berhampore to Beldanga via Hariharpara & Amtala.
2.	Shri Chitta Ranjon Bhoumick, Shri Sudhindra Nath Banerjee 32/B, Shri Krishna Saha Lane P. O. Berhampore, Murshidabad.	WGQ-1167	Berhampore to Beldanga via Hariharpara & Amtala.
3.	Shri Amiruddin Seikh S/o, Samsuddin Seikh, Vill. Elahiganj P. O Dahapara Dist. Murshidabad.	WGQ-1157	Berhampore to Raghunathganj via Sagardighi
4.	Shri Dhirendra Kr. Saha S/o, Late Ranga Lal Saha 15, Exhibition Bagan Road, Gorabazar, P. O Berhampore, Murshidabad	WGQ-11	Berhampore to Amtala via Beldanga
5.	M/S, Farakka Transport & Co., P. O. Dhulian Dt. Murshidabad.	WGQ 971	Berhampore to Farakka via N. H.
6.	Dr. Asraf-Hossain, S/o, Late Abdus Gani Biswas, Hatibandha, P. O. Raghunathganj, Dist. Murshidabad.	WGQ-1098	Jangipur to Lalgola via Kistapur
7.	Md Badrudoja Mia S/o, Late Abdul Mohit Mia, P. O Burwan, Dt. Murshidabad	WGQ-1183	Burwan to Berhampore via Kuli & Kandi
8.	Shri Onkar Nath Ghosh S/o. Late Nani Gopal Ghosh, 37, Rakhaldas Banerjee Road P. O. Berhampore, Dt. Murshidabad.	WGQ-970	Berhampore to Gopalpore ghat via Raninagar & Saikhpara.

Representation/Objection, if any in this connection will be received in the office of the undersigned up to 5-30 p. m. of 18. 1. 77. The date and time of the meeting of the R. T. A. Murshidabad to be held to consider the applications as well as the representation/objection if any will be communicated to all concerend in due course.

Sd/ A. K. Bala,
14. 12. 76 Secretary R. T. A. Murshidabad.

(Issued by the District Information and Public Relations officer, Murshidabad)

বড়দিন ও আমি

— বিশ্বপতি চট্টোপাধ্যায়

বড়দিনের ঠিক মুখেই বড় একটা ধাক্কা খেলাম। আজ্ঞে না—বাজারে তরিতরকারির দাম আগুন এজন্যে নয়—রাজ্য জুড়ে 'রাজনীতি' 'রাজনীতি' ব'লে মন্ত্রী মশায়রা নিজেদের নীতি নির্দ্ধারণ করার জন্য হিল্লী-দিল্লী করছেন—এ জন্যে ও নয়। তবে? হ্যাঁ সেই কথাটাই বলব।

কিন্তু তার আগে বড়দিনের কথাটা না বললে ধাক্কাটা কত বড় সে কথা যেন ঠিক বলা হবে না।

বড়দিন আজ আমাদের কাছে শুধুমাত্র একটা বিশেষ সম্প্রদায়ের উৎসব নয়—বড়দিন প্রায় জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে। উৎসব-তো তাই—যা জনসাধারণের মনে ছড়িয়ে দেয় আনন্দ,—ভুলিয়ে দেয় দৈনন্দিন জীবনের ক্লান্তিকর একঘেয়েমী। সেকালের সাহেব-মেমরা চ'লে গেছেন। স্বাধীনতার সংগে সংগে সাহেবীয়ানা, সাহেবী মেজাজও চলে গেছে—কিন্তু বড়দিন আজও আমাদের কাছে সত্যিই 'বড়' দিন। বড়দিন মানেই রোদের আদর মাখানো মিষ্টি শীতের হাওয়া—তা সে কলকাতা হোক কিংবা আমাদের ছোট্ট গ্রামই হোক। বড়দিন মানেই সবুজ তাজা তরিতরকারি—গোলাপী কমলালেবু, হলুদ গাঁদা ফুল আর নানা রঙের ঝলমলে ডালিয়া ফুলের বাহার—দাম যাই হোক না কেন বড়দিন মানেই কোথাও কেক কোথাও বা পৌষের পিঠে-পুলি। বড়দিন মানেই গ্রামে-গঞ্জে ব্যস্ততা—ঘরমুখো বাঙ্গালী ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে পড়ে—কেউ বা দূরে কেউ বা কাছে, যার যেমন সামর্থ। এই দিনে ধর্মপ্রাণ খৃষ্টানরা প্রার্থনা করেন, আরাধনা করেন ঈশ্বরপুত্রের। আমরা যারা খৃষ্টান নই—আমরা হয়ত বিশেষ এই দিনটিতে তাঁকে বিশেষভাবে পূজা করি না কিন্তু আমাদের চোখের সামনেও ভাসতে থাকে অপাপবিদ্ধ, সুন্দর-সৌম্য, স্বর্গীয় এক দিব্য তনু যিনি মানুষের কল্যাণ কামনায় ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন—আর আমাদের হৃদয় এক অপার্থিব আনন্দে পরম পুলকে পূর্ণ হ'য়ে ওঠে। —এই বড়দিন। এই বড়দিন এবারও যখন সমস্ত আনন্দের ডালি সাজিয়ে এল তখনই এক ধাক্কা খেলাম

আজকের ভাবনা

— আবদুর রাকিব

মহীশূরের বেলেকোপায় আলাপ হয়েছিল কেরলের এক তরুণ 'ফাদারে'র সঙ্গে। উনি স্থানীয় টিবেট্যান স্কুলে শিক্ষকতা করেন। না, শাস্ত্র নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি। আমরা যাঁর অতিথি ছিলুম, উনি তাঁর প্রতিবেশী, সহকর্মীমাত্র। শুধু এই সূত্রে, আমরাও তাঁর অতিথি বলে বিবেচিত হলুম, আমাদের অজ্ঞাতে। আমাদের পরিচর্যার কিছু দায়িত্ব তিনি নিলেন নিজের গরজে।

তখন গুড্ সামারিটানের গল্পটা আমার মনে পড়ছিল। প্রতিবেশী কাকে বলে? তার উত্তরটা জানার জন্যে শাস্ত্রকে মন্থন করার দরকার নেই। দক্ষিণ ভিয়েতনামের বৌদ্ধশ্রমন চিত্তবালোর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল নালন্দার রাজপথে। চিত্তবালোও বলেছিল, এ দেশের মানুষকে আমার খুব ভালো লাগে, আমি তাদের ভালো বাসি। 'মানুষকে ভালোবাসি'—এই একটি মন্ত্রই মানুষকে কোটি কোটি প্রজন্মের পরপারে এক দিব্যধামে নিয়ে যায়, তারই নাম Life Divine. আর তারই উদ্ভাস একটা সামাজিক তাৎপর্য নিয়ে আমাদের মনের কাছে ভেসে ওঠে; আমরা তার নাম দিয়েছি বড়দিন, বিজয়া, বকরীদ তথা ঈদ।

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

প্রচণ্ড। ভারত হেরে গেছে ইংলণ্ডের কাছে এমনই এক খেলায় যা ছিল একদা সাহেব-মেমেদেরই অথচ আজ হয়ে উঠেছে ভারতের অন্যতম জাতীয় খেলা ক্রিকেটে। ইনিংস ডিফিট। কিন্তু শুধু পরাজয়ই বেদনার কারণ নয়। বেদনার কারণ যে স্পিন বলের গর্বে আমরা মসগুল—সেই স্পিন বলেই আমরা কাত হ'লাম। আর খেলার চতুর্থ বা পঞ্চম দিনে আমাদের স্পিনারদের জন্য বিন্দুমাত্র সুযোগ ক'রে দিতে পারলাম না। অথচ ফাষ্ট বোলার তৈরী করার ব্যাপারে এখনও আমরা নীরব। পীচ এখনও তৈরী হয়—আমাদের গর্ব স্পিনারদের দিকে তাকিয়ে।

জাতীয় চরিত্রের এই অন্ধতা—অজ্ঞতা আর অক্ষমতাই আমার বড়দিনের 'বড়' আনন্দকে হঠাৎ ছোট করে দিয়েছে।

Govt. of West Bengal
Office of the District Magistrate, Murshidabad,
M. V. Department.

NOTICE

Applications from the intending candidates are hereby invited for the grant of permanent stage carriage permits in respect of the routes noted hereunder.

The applications in the prescribed form will be received in the office of the undersigned upto 5-30 P. M. of 25. 1. 77.

The form of application will be available from the office of the undersigned on presentation of a receipted copy of treasury challan of Rs. 10/-(Rupees ten) only on account of the cost of the application form.

Each application should be accompanied with a National Savings Certificates worth Rs. 200/- (Rupees two hundred) only representing security deposit which will be returned to the applicants after consideration of their applications.

1. Berhampore to Kandi via Panchgram & Kuli (Two permits with one & half round trips on rotation)
2. Berhampore Moregram via Panchgram (Two permits with two round trips)
3. Raghunathganj to Farakka (Two permits with two round trips)
4. Jangipur to Lalgola (One permit with four round trips)
5. Berhampore to Ramnagarghat via Bazarshow (Two permits with two round trips)
6. Kandi to Parulia (One permit with four round trips)
7. Kandi to Salar (One permit with four round trips)
8. Kandi to Chiruti (One permit with four round trips)
9. Panchthupi to Joypur (Two permits with one and half round trips on rotation)
10. Kandi to Raghunathganj via Panchgram & Sagardighi (One permit with one round trip)
11. Berhampore to Jajan via Kandi (Two permits with two round trips)

Sd/- A. K. Bala,
Secretary R. T. A. Murshidabad.

(Issued by the District Information and Public Relations officer, Msd.)

বড়দিন ঃ ডন বসকোয় লণ্ডন মিশনে

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

বন্দনায় মুখরিত হল আকাশ-বাতাস ঃ
'জয় জয় প্রভুর জয়!
আজ জ্বলে উঠেছে পুণ্য দিনের
আলো ;
জাতি বিজাতি সকলেই এসো,
কর প্রভুর আরাধনা!
আজ পৃথিবীর বুকে বিকীর্ণ হল
মহান্ একটি জ্যোতি।
জয় জয় প্রভুর জয়!'

গীরজার ভেতর সমবেত উপাসকমণ্ডলী ; উপস্থিত ধর্মযাজকগণ। সামনে বহু পরিচিত ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মর্মর মূর্তি। একটি টেবিলে শায়িত শিশু যীশুর হাস্যোজ্জ্বল একটি ছোট মূর্তি। শুরু হয় অনুষ্ঠান। পুরোহিত প্রবেশিকা গীতি দিয়ে আরম্ভ করেন স্বাগত সম্ভাষণ :—

যাজক—পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে।

উপাসকমণ্ডলী—আমেন। (আমেন অর্থে স্তোত্র)

যাজক—পিতা ঈশ্বরের প্রেম ও করুণা, প্রভু যীশুর অনুগ্রহ ও পবিত্র আত্মার নিত্যসহায়তা তোমাদের অন্তরে বিরাজ করুক।

উপাসক—আপনার অন্তরেও বিরাজ করুক। এভাবে পর পর এক নাগাড়ে অনুষ্ঠান হয় ক্ষমা প্রার্থনা, কৃপা ভিক্ষা, মহিমা স্তোত্র, উদ্বোধন প্রার্থনা। এগুলি প্রথম পর্ব প্রবেশ অনুষ্ঠানের অন্তর্গত। ২য় পর্ব ঐশবাণী ঘোষণা—প্রাক্তন সন্ধি ও ধর্মপত্র পাঠ, বিশ্বাসোক্তি এবং সার্বজনীন প্রার্থনা। ৩য় পর্বে যজ্ঞ প্রস্তুতি, যজ্ঞ নিবেদন ও আবাহন (প্রতিষ্ঠা মন্ত্র)। বিশ্বকল্যাণ প্রার্থনা, যজ্ঞভোজ, প্রভুর প্রার্থনা, শান্তি কামনা, খ্রীষ্ট প্রসাদ বিতরণ, খ্রীষ্ট প্রসাদী প্রার্থনা ও বিদায় আশীর্বাদ। শেষ অনুষ্ঠান বিদায় আশীর্বাদ :—

যাজক—প্রভু তোমাদের সহায়।

উপাসক—তিনি আপনারও সহায়।

যা—সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা তোমাদের আশীর্বাদ করুন।

উ—আমেন।

যা—খ্রীষ্টযোগ সমাপ্ত হল, তোমাদের শান্তি হোক।

উ—ধন্য পরমেশ্বর!

সাকুল্যে দেড় ঘন্টার এই প্রার্থনা সভায় কখনও দাঁড়িয়ে, কখনও হাঁটু গেড়ে, কখনও বসে মীসা উৎসর্গ করা হয়। মাঝে মাঝে গান গাওয়া হয়।

(৭ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আজকের ভাবনা

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

যে ক্রুশে যীশু বিদ্ধ হলেন, যে যুদ্ধে হজরত মহম্মদ (দঃ) ক্ষত-বিক্ষত হলেন, যে বুলেটে গান্ধীজী কিংবা মার্টিন লুথার নিহত হলেন, সে ক্রুশ, ইট কিংবা বুলেট মনুষ্যত্বের বিরুদ্ধে একটা মিথ্যা চ্যালেঞ্জ। মিথ্যা এ কারণে যে আজও মানুষের প্রতি মানুষের মমত্ব অম্লান হয়ে টিকে আছে। আজকের দিনে মনুষ্যত্বের অবমাননা চলছে, এই অছিলায় সিনিক হয়ে ওঠার প্রয়োজন নেই। সমারসেট মম্ তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন, যতদিন একজন মানুষও নিঃস্বার্থ হয়ে আরেকজন মানুষের সহায় হবে বা সেবা করবে ততদিন সিনিকের দর্শন মঞ্জুর হতে পারে না। আমাদের চোখের সামনেই তো একজন মাদার টেরেসা রয়েছেন। ভয় কি?

বড়দিনের উৎসব সেই মনুষ্য-প্রীতি-স্নিগ্ধ নির্যাসের উৎসব। ক্ষমা, প্রেম, অহিংসা ও আরও মানবিক সদাচার মানুষের কল্যাণকামী বলেই অধ্যাত্ম-গামী। যেখানে তা নয়, সেখানেই ধর্মের চ্যালেঞ্জ, এবং নিঃসন্দেহে তা সত্য চ্যালেঞ্জ। বাইবেলের বয়ে-যাওয়া ছেলেও অবশেষে পিতার কাছে ফিরে আসে। অর্থাৎ, মানুষের চিরন্তন সাধনা শেষ পর্যন্ত সফল হয়ই।

এত বড়ো দুঃসময় চলেছে আজকের জীবনে। এই দুঃখের দিনকে কি বলে বড়দিন বলবো? হ্যাঁ বলা যাবে, কেন না ধর্মীয় বা সামাজিক বিধান শুধু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যেই নিরূপিত হয় না, দুঃখ ও বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার শক্তির মধ্যেই তার সত্য যাচাই হয়ে যায়। কোথায় যেন পড়েছিলুম, The value is to be measured not by the happiness which it procures, but by the misery from which it preserves us.

এই ভাবনাই তো আজকের ভাবনা।

১০০০৲ টাকা পুরস্কার

আত্মগোপনকারীদ্বয় যথাক্রমে আচার্য্য স্বরূপানন্দ অবধূত ওরফে অরুণকুমার বিশ্বকর্ম্মা পিতা ৺বাহাদুর বিশ্বকর্ম্মা, চাপড়া বিহার এবং আচার্য্য পুণ্যানন্দ অবধূত ওরফে বলাই-চন্দ্র দাস, পিতা দ্বিজপদ দাস বর্দ্ধমান সহর কে গ্রেপ্তার করার জন্য অনুসন্ধান দেওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গ. সরকার ১০০০৲ (এক হাজার টাকা) পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। অনুসন্ধান তথ্য ডি, আই, জি ও পুলিশের (আই. বি) নিকট প্রেরণ করতে হবে।

(জেলা তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তর হইতে প্রেরিত)

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি
সিনিয়র রুস্তম বিড়ি
বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী
পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)
সেলস্ অফিস : গৌহাটি ও তেজপুর
ফোন : ধুলিয়ান—২১

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্
রঘুনাথগঞ্জ
হেড অফিস—**সদরঘাট**
ব্রাঞ্চ—**ফুলতলা**
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস, ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

Our best compliments on colourful christmas day.

EOMITE
PAINTS
A Colourful Blend Of Quality & Service
PAMMEL, KINGLAC, KING Q. D.
for Painting Doors & Windows.
BLUNCEM, PLASTIC PAINT & DISTEMPER
For Walls Exterior & Interior.
They reflect your good living style.
BLUNDELL EOMITE PAINTS LTD.
Special Stockist :— S. K. Roy Hard Ware Stores.
Raghunathganj : Murshidabad.
Phone No. 4

বড়দিন ঃ ডন বসকোয় লণ্ডন মিশনে

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পর)

২৫ ডিসেম্বর বড়দিন উৎসব শেষে উপাসকদের প্রাতঃরাশ হিসেবে কিছু খাবার দেওয়া হল। এবং সব শেষে সকলে নিজের নিজের গ্রামের দিকে পা বাড়ালো। শুধু আমি ইটালীয়ান ধর্মযাজক ডন বসকোর নামানুসারে প্রতিষ্ঠিত এই ওয়েলফেয়ার সেণ্টারে (আজিমগঞ্জ ডন বসকোর মূল প্রতিষ্ঠাতা ফাদার জন তপনো) দাঁড়িয়ে অবচেতন মনে প্রভু যীশুর উদ্দেশ্যে প্রাথনা জানালাম, 'সামাজিক শোষণের হাত থেকে মুক্ত করে তোমার আশ্রিত আদিবাসীদের বাঁচার শক্তি দাও প্রভু।' বিদায় নেওয়ার আগে ব্রাদার লুইস বিশ্বাসের সঙ্গে ডন বসকো স্কুলে মাটির তৈরী পুতুল দিয়ে যীশুর জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে সাজানো ঝুলন দেখে এলাম।

২৫ ডিসেম্বর বিকেলে গেলাম জিয়াগঞ্জ লণ্ডন মিশনে। হকার প্রতিষ্ঠিত এই মিশনের বর্তমান নাম খ্রীষ্টীয় সেবাসদন। শিশু ও মহিলাদের চিকিৎসার জন্য প্রতিষ্ঠিত হাসপাতাল। ঝকঝকে পরিষ্কার বারান্দার আলোর রোশনাই, রঙিন কাগজ দিয়ে সাজানো উৎসব-বরণ-ডালা। খুব ছোটতে আমি যখন দু'বার ভর্তি ছিলাম নিউমোনিয়া-টাইফয়েড আরোগ্যের জন্য তখন থেকে শিশু এবং মহিলা শব্দ দুটির সঙ্গে মেরীর কোলে যীশুর সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছিলাম। তাই এ দিন এখানে এসে আমার মনের আয়নায় বারবার ভেসে

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

লক্ষ্মী আমার সোনা। ডাক্তারবাবু বলেছেন কম করে তিন বছর ওর যত্ন-আত্তি, তারপর যদি চাই তো আর একটি।

প্রথম তিন বছর শিশুর জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়। বড় হয়ে উঠতে যদিও তার আরও উনিশ কুড়ি বছর লাগবে, তার বুদ্ধির বা মাথার ব্যাপারটা কিন্তু ছেলে বেলাতেই পুরোপুরি তৈরি হয়ে যায়।

ডাক্তাররা তাই বলেন—প্রথম তিন বছর শুধু কোলেরটিরই যত্ন আদর। তাকেই ভাল খাইয়ে যথেষ্ট পুষ্টি যোগানো। যাতে বাচ্চার শুধু স্বাস্থ্যই নয়, বুদ্ধিও পাকাপোক্ত হয়ে ওঠে। এ তিন বছরের মধ্যে কিন্তু আর কোন বাচ্চা নয়। পিঠোপিঠি বাচ্চা হলে না সন্তানেরা উপযুক্ত হয়, না ঘরে লক্ষ্মীর শ্রী আসে।

মনে রাখবেন, আগে কোলেরটির স্বাস্থ্য ও ভবিষ্যৎ তৈরি করতে হবে। পরেরটি আসবে কম করে তিন বছর পর।

জন্ম নিয়ন্ত্রণের নানান উপায়—নিরোধ, লুপ, পিল্। যে কোন পরিবার পরিকল্পনা কিংবা স্বাস্থ্য-কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করে বিশদ পরামর্শ নিন্।

davp 76/592

ইতিহাসের বড়দিন

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

বড়দিনের উপহার চলে আসছে প্রাচীন রোমানদের আমল থেকে। প্রাচ্য দেশের তিনজন পণ্ডিতের নবজাতককে স্বর্ণ, কুন্দুরু, গন্ধরস দেবার কথাও স্মরণীয় হয়ে আছে পবিত্র উপহারে। উপহার দেন ক্রীষ্টমাস ফাদার বা সান্টাক্লজ (Santa Clause)। তাঁর উৎপত্তির মূল হল্যাণ্ডে ছোট ছেলেমেয়েদের রক্ষাকর্ত্তা সাধু নিকোলাস (Saint Nicholas)। ৬ ডিসেম্বর শিশু দিবসে এই বৃদ্ধ ঋষি আসতেন স্পেন থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে উপহার দেবার জন্য ছোট ছেলেমেয়েদের—ভালো ছেলেমেয়েদের। ছোটরা তাই উনুনের মধ্যে রেখে দিতো এক পাটি জুতো উপহার ভরে নেবার জন্য। আর ঘোড়ার জন্য রেখে দিতো গাজর। এই ডাচ্‌রা যখন এ্যামেরিকা গিয়ে বসবাস করতে শুরু করলো তখন এই উৎসব চললো তাদের সঙ্গে—তবে দিনটা পরিবর্ত্তিত হয়ে গেলো বড়দিন-পূর্ব-সন্ধ্যায়। খুব আশাবাদী ছেয়েমেয়েরা মোজা বা বালিশের ওয়ারও রেখে দিতো উনুনের মধ্যে। সান্টা ক্লজ রূপ পাল্টালেন আবার। এবার তিনি আসেন উত্তর মেরু থেকে বলগা-হরিণের শ্লেজ গাড়িতে। বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়েন ফায়ার প্লেসের চিমনি দিয়ে। তাঁর চুল সাদা, পোশাক লাল। তাঁর পিঠে উপহারের বিরাট থলি। একটি সম্পূর্ণাঙ্গ উপহার বাক্সে থাকে একটি খেলনা, সুন্দর কিছু খাদ্য, একটি মুদ্রা, একটি পোশাক আর পেন্সিলের একটি বাক্স। এ্যামেরিকার এই সান্টা ক্লজ উনিশ শতকে গেলেন ইংল্যাণ্ডে ফাদার ক্রীষ্টমাস নাম নিয়ে।

খ্রীষ্টমাস ট্রির জন্য অষ্টাদশ শতকের জার্মানীতে। আলো, মালা, আর ময়ূরপঙ্খী রঙের খেলনা আর ফল খ্রীষ্টমাস ট্রির ডালে ডালে কাগজের গোলাপ, এ্যাপ্‌ল, ছোট ছোট বিস্কুট, লজেঞ্চেস, মোমবাতি; মাথায় উজ্জ্বল তারা। এই বৃক্ষের চারপাশে সবাই হাত ধরাধরি করে গোল হয়ে দাঁড়াতো; গান গাইতো। রাণী ভিক্টোরিয়ার স্বামী এ্যালবার্ট ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে Windsor রাজপ্রাসাদে যখন শিশুদের বড়দিনের উৎসবে একটি খ্রীষ্টমাস ট্রি উপহার দেন, দিব্য বৃক্ষের প্রতীক এই গাছ উৎসবের অঙ্গ হয়ে দাঁড়ালো শ্বেতদ্বীপ সংস্কৃতি পরিচিত দেশে বিদেশে।

ক্রীষ্টমাস ক্যারল গান গায়: ঊর্দ্ধলোকে ঈশ্বরের মহিমা, পৃথিবীতে শান্তি, মানুষের মধ্যে প্রীতি।

খেলার খবর

রঘুনাথগঞ্জ, ২৯ ডিসেম্বর—গতকাল বাড়ালা স্কুল ময়দানে বাড়ালা যুব সম্প্রদায় আয়োজিত অন্নপূর্ণা স্মৃতি শীল্ড (উইনারস্) ও শিশির স্মৃতি শীল্ড (রানারস্) এর ফুটবল ফাইনালে রঘুনাথগঞ্জ যুবক সংঘ মণ্ডলপুর একাদশকে ২—১ গোলে পরাজিত করে বিজয়ীর সম্মান লাভ করে।

শরৎ জন্ম শতবর্ষ অনুষ্ঠানের হেরফের

জঙ্গিপুর মহকুমা তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তর আয়োজিত শরৎ জন্মশতবর্ষ অনুষ্ঠানের কিছু হেরফের করা হয়েছে। এর ফলে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে এক মনোজ্ঞ আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১৩ জানুয়ারী। সেই আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বিশিষ্ট সাহিত্য-সমালোচক নারায়ণ চৌধুরী ও ডঃ সুধীর করণ। আর যেমন খুশি তেমন আঁকো প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হবে ১০ জানুয়ারী সকাল সাতটায় এস ডি ও কোরটে। ওই দিন দুপুর বারটায় স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রীদের প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে রঘুনাথগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়ে। তিনটি পর্যায়ে নাম দেবার শেষ তারিখ বাড়িয়ে ৫ জানুয়ারী ধার্য করা হয়েছে।

এখন দুর্গাপুর সিমেন্ট
২১·৫০ পঃ মূল্যে
পাওয়া যাচ্ছে
মাঙ্গিলাল মুন্দ্রা (ষ্টকিষ্ট)
জঙ্গিপুর ফোন—২১
সৌজন্যে: মুন্দ্রা বস্ত্রালয়
জঙ্গিপুর ফোন—৩৯

বিজ্ঞপ্তি

সোনাটিকুরী গ্রামে গঙ্গাসাগর উপলক্ষে আগামী ২৭/২৮/২৯ পৌষ ২৪ প্রহর কীর্তন গান পরিবেশন করবেন দুর্গাচরণ শ্রীকান্ত আশ্রমের সভ্যবৃন্দ। এই উপলক্ষে ২৬ পৌষ অধিবাস এবং ৩০ পৌষ ধুলোট অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছে। দলে দলে আপনাদের উপস্থিতি এবং সহযোগিতা কামনা করি। —দুর্গাচরণ শ্রীকান্ত, সাং সোনাটিকুরী।

আর কয়লা ব্যবহারের প্রয়োজন নেই
ধোঁয়াহীন জ্বালানী আজই ব্যবহার করুন
- এতে ধোঁয়া একেবারেই হয় না।
- আঁচও বেশ জোরালো এবং বহুক্ষণ স্থায়ী হয়।
- কয়লা ভাঙ্গার কোন ঝামেলাই থাকে না।
- ★ রান্নার সরঞ্জামে কালো দাগ লাগার কোন প্রশ্নই উঠে না।
- হ্যাঁ, ঘরও বেশ পরিচ্ছন্ন থাকে।
- এর ব্যবহার ঠিক কয়লার মতই সহজ।
- ★ রান্নার পর জ্বলন্ত অবস্থায় এগুলোকে চিমটে দিয়ে তুলে ঠাণ্ডা করে রাখলে পরদিন আবার ব্যবহার করতে পারা যায়।

প্রস্তুতকারক—মডার্ণ ব্রিকেট্ ইনডাস্‌ট্রিজ
মিঞাপুর
রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

জবাকুসুম
তেল মাখা কি ছেড়েই দিলি?
তা কেন, দিনের বেলা তেল মেখে ঘুরে বেড়াতে অনেক সময় অসুবিধা লাগে।
কিন্তু তেল না মেখে চুলের যত্ন নিবি কি করে?
আমি তো দিনের বেলা অসুবিধা হলে রাত্রে শুতে যাবার আগে ভাল করে জবাকুসুম মেখে চুল আঁচড়ে শুই।
জবাকুসুম মাখলে চুল তো ভাল থাকেই ঘুমও ভারী ভাল হয়।
সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস,
কলিকাতা, নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।